বিএল কলেজে অভাব আর সঙ্কট নিত্যসঙ্গী

গৌরাঙ্গ নন্দী

খুলনার শতবর্ষী সরকারী বিএল (ব্রজলাল) বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষক স্বল্পতা, ক্লাস রুম সঙ্কট, লাইব্রেরীতে বইয়ের অভাব এবং আবাসিক ও পরিবহন সমস্যার কারণে কালের সাক্ষী এ কলেজটি বর্তমানে এর গৌরব হারাতে বসেছে।

১৯০২ সালে ভৈরব নদের তীরে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সালের ১ জুলাই সরকার এটির দায়িত্ব গ্রহণ করে। ব্রজলাল চক্রবর্তী ছিলেন এর রূপকার ও প্রতিষ্ঠাতা। হাজী মুহম্মদ মহসীনের সৈয়দপুর ট্রাস্টের ট্রাস্টি আহসান আহমেদ, অধ্যক্ষ দ্বিজপ্রদ ব্যানার্জী, অধ্যক্ষ ড. এনামুল হকসহ অনেকের অবদানে প্রতিষ্ঠানটি এখন মহীরুহ। শুরুতে শুধু উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ৪৯ ছাত্র ও চার শিক্ষক নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। আজ এখানে পাঁচটি অনুষদের অধীনে স্নাতক, ১৪টি অনার্স ও ১৭টি স্নাতকোত্তর বিষয়ে ২০ হাজারের অধিক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। বর্তমানে এখানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পড়ানো হয় না।

বর্তমানে কলেজটিতে সব বিভাগীয় দফতর, সেমিনার কক্ষ, শ্রেণী কক্ষ ও বিজ্ঞানাগারের জন্য প্রায় ১ লাখ বর্গফুট বিশিষ্ট পাঁচটি ভবনে মোট ৬৮টি কক্ষ রয়েছে। প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য যা খুবই অপ্রতুল। এ ছাড়াও চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ডায়াস, বৈদ্যুতিক পাখারও অভাব রয়েছে। বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতিও বহু পুরনো। কম্পিউটার ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত কক্ষ মিলছে না। অথচ বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। অব্যাহত জ্ঞানচর্চা ও পাঠাব্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র হলো গ্রন্থাগার। কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা ৩২ হাজার ৮৩টি।

বর্তমানে কলেজটিতে বিভিন্ন পর্যায়ের ৪৭টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। অভব রয়েছে মানসম্পন্ন শিক্ষকের। ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ে মাস্টার্স পাঠ্যক্রমের প্যাটার্ন অনুযায়ী শিক্ষকের পদ সৃষ্ট করা হয়নি। দৈনন্দিন অফিসিয়াল কাজ, ভর্তি, নিবন্ধন ও পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা, বিভাগসমূহের দাফরিক কাজ করা প্রভৃতির জন্য মোট ১শ' ৩৬ কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে রয়েছে মাত্র ৪৪ জন। ফলে একদিকে শিক্ষার্থীদের বিড়ম্বনা বাড়ছে, অন্যদিকে শিক্ষকরা করছেন ভর্তি, নিবন্ধন ও অন্যান্য অফিসিয়াল কাজ। এর চূড়ান্ত ফল হচ্ছে শিক্ষাদান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া।

কলেজের ২০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে পাঁচটি ছাত্রাবাস ও ১টি ছাত্রীনিবাস। সেখানে ৪শ' ৪৫ ছাত্র ও ৫০ ছাত্রী থাকতে পারে। উচ্চ শিক্ষার জন্য আগত দূর-দূরান্তের শিক্ষার্থীরা আবাসিক সঙ্কটের কারণে সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। শিক্ষকদের জন্য রয়েছে মাত্র দু'টি বাসা। এ ছাড়া কর্তৃপক্ষ ঘোষিত বসবাসের অযোগ্য বাসা রয়েছে ২৮টি। এই বাসাগুলোতেই শিক্ষকরা বসবাস করেন। এর জন্য শিক্ষকরা কলেজ কর্তৃপক্ষকে কোন অর্থ দেন না। বছরের পর বছর কোন কোন শিক্ষক এ সুবিধা গ্রহণ করে আসছেন। এই নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভও রয়েছে। অথচ এ বাসাগুলো যদি সংস্কার করে সুষ্ঠু নীতিমালার ভিত্তিতে বরাদ্দ দেয়া যায়, তাহলে শিক্ষকদের আবাসন সমস্যার অনেকটাই পূরণ হতে পারে।

হাজারো সমস্যায় জর্জরিত হয়ে প্রতিষ্ঠানটি ঐতিহ্য হারাতে বসেছে

বাগেরহাট, রূপসা, খুলনা মহানগরী, ফুলতলা, ডুমুরিয়া, নওয়াপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা এখানে পড়তে আসে। কিন্তু কলেজের নিজস্ব কোন পরিবহন ব্যবস্থা নেই। এক সময় কলেজের পরিবহন ব্যবস্থা হিসাবে দু'টি বাস ছিল। বাস কেনার জন্য গত' ১৯৯৯ সাল থেকে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ২শ' টাকা করে আদায় করা হচ্ছে। কিন্তু আজও বাসের দেখা মেলেনি।

১৯৬৬ সালে কলেজের ভূ-সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৩৯ দশমিক ০৬ একর। বর্তমানে সম্পত্তির পরিমাণ কমে গেছে। কলেজ বেসরকারী থাকাকালে যশোর রোডের পশ্চিম পাশে কলেজের ১ দশমিক ৩২ একর জমি বেদখল হয়ে যায়। কলেজের উত্তর-পশ্চিমাংশে ভৈরব নদীর তীরে কবিরাজ ঘাট নামক স্থানটি কলেজের সম্পত্তি। বর্তমানে এটি আর কলেজের দখলে নেই। কলেজ ক্যাম্পাসটির বর্তমান পরিবেশ এক কথায় যাচ্ছেতাই। যে কেউ যখন তখন কলেজের অভ্যন্তরে যাচ্ছে। কলেজের মাঠে গরু চরছে। কাশীপুর-দৌলতপুর-পাবলার মধ্যে যোগাযোগের করিডর হিসাবে কলেজ চত্বর ব্যবহৃত হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে গেছে। কলেজের পুকুরের মাছ চুরি হচ্ছে হরহামেশা। কলেজ সংলগ্ন রোডের পাশে কলা ও বাঁশের ব্যবসা। কলেজের প্রথম গেটের একটু সামনে উত্তর-পশ্চিম কোণে রোডের ওপর প্রতিদিন বহু কলা ও পাট বোঝাই ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকে। এখানে ট্রাকে মালামাল ওঠা-নামা করা হয়। অন্যদিকে কলেজের দ্বিতীয় গেটের পাশে রমরমা বাঁশের ব্যবসা। এসব দেখার যেন কেউ নেই।

খুলনা : বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের খণ্ডচিত্র (ক্লকওয়াইজ) কলেজ গেট, দুর্দশাগ্রস্ত সুবোধ চন্দ্র ছাত্রাবাস, জরাজীর্ণ শিক্ষকদের ব্যাচেলর কোয়ার্টার ও কলেজের পরিবহন বাস পড়ে আছে কলেজ গেটে

—ফাইয়াজ হাসান পলাশ

তারিখ : ৪.৬.১৮.২০০...